মেহেরপুরের গাংনীতে ভ্যানচালকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান- বাদিয়াপাড়া মাঠের মধ্যে আতিউর রহমান (৩৫) নামের এক ভ্যান চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
নিহত আতিউর গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের মাঠপাড়া এলাকার রহিদুল ইসলামের ছেলে। আগের দিন বিকালে ভ্যান নিয়ে বের হয়ে আর বাড়ি ফিরেননি তিনি।
আজ রোববার বেলা ১১ টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, স্থানীয়দের দেয়া সংবাদের ভিত্তিতে মাঠের একটা কলাবাগানের মধ্যে থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার মাথায় আঘাতের চিহৃ রয়েছে। নিহতের স্ত্রী জুলেখা জানান, গতকাল বিকালে ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি। আজ সকালে ফেসবুকে ছবি দেখে তার লাশ সনাক্ত করি।
নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেয়া হয়েছে।
এদিকে এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে পুলিশ ধারণা করছে তার ব্যবহৃত ভ্যান ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে হত্যা করা হয়ে থাকতে পরে। তবে পরিবারের অভিযোগ প্রতিবেশীদের সাথে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণেণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে।

মহেশপুরে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে জামায়াত নেতা আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ১০ বছরের এক কন্যা শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে স্থানীয় জামায়াত নেতা মসলেম উদ্দিনকে গ্রামবাসী আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে।

বৃহস্পতিবার (২০ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার কুসুমপুর স্বরুপপুর

কওমি মাদরাসায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত মসলেম উদ্দিন ওই গ্রামের মৃত ইলাহি বক্সের ছেলে। তিনি স্বরুপপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক।

স্থানীয়রা জানায়, মসলেম উদ্দিনের একটি মুদি দোকান রয়েছে। তিনি ওই শিশুর কাছে অল্পকিছু টাকা পেতেন। সেই টাকা চাওয়ার কথা বলে মাদরাসার একটি কক্ষে ওই শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। পরে আশপাশের এলাকার লোক ওই কক্ষে গিয়ে তাদের বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পায়।। পরে মসলেম উদ্দিনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

স্বরুপপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জুলফিকার আলী বিশ্বাস বলেন, ‘ওই এলাকার লোকজন মসলেমকে আটক করে। আমি ঘটনাটি জানার পর মহেশপুর থানার ওসিকে জানায়। পরে পুলিশ এসে মসলেমকে নিয়ে যায়।’

এ ব্যাপারে মহেশপুর থানার ওসি ফয়েজ উদ্দিন মৃধা বলেন, ‘ওই শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মসলেম উদ্দিন নামের এক জামায়াত নেতাকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ভুক্তভোগির পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

ঝিনাইদহে জাল সনদে চাকরির অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষক ইয়াসির আরাফাতের বিরুদ্ধে দেড় দশক ধরে জাল নিবন্ধন সনদে চাকরি করার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্থানীয়রা।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর শৈলকুপা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষক পদে যোগদান করেন ইয়াসির আরাফাত। সে সময় যোগ্য প্রার্থী থাকা স্বত্তেও ক্ষমতার বলে জাল

সনদ দিয়েও চাকরি পেয়ে যান আরাফাত।

অভিযোগের বিষয়টি অস্বীকার করে শিক্ষক আরাফাত হোসেন বলেন,‘পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বরতরা আমাকে যাচাই-বাছাই করে চাকরি দিয়েছেন।’

শৈলকুপা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ফজলুর রহমান বলেন, ‘আমি ওই সময় প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলাম না। এজন্য বিষয়টি আমি জানি না।’

এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপিত ও শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্নিগ্ধা রানী দাস বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে পরে বিস্তারিত জানাতে পারবো।’

কুষ্টিয়ায় এক বৃদ্ধকে হত্যার অভিযোগ

কুষ্টিয়ায় আতিয়ার খাঁ (৬৫) নামের এক বৃদ্ধকে দুর্বৃত্তরা হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার কাঞ্চনপুর ইউনিয়নের জোতপাড়া গ্রামের একটি ফসলি খেতে রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেন স্থানীয়রা।

নিহত আতিয়ার খাঁ উজানগ্রাম ইউনিয়নের শ্যামপুর দুর্বাচার গ্রামের ঝড়ু খাঁর ছেলে।

কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান ঝন্টু বলেন, ‘ ‘সকালে মাঠের ভেতর আতিয়ারের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেন স্থানীয়রা। তার শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। তবে কে বা কারা তাকে মেরেছে, জানা যায়নি।’’

কুষ্টিয়া মডেল থানার পরিদর্শক (অপারেশন) আব্দুল আলীম বলেন, ‘‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত চলছে।’’

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে নাশকতার অভিযোগে করা মামলায় ৫৪ জন আসামি বেকসুর খালাস

বিগত সরকারের আমলে পুলিশের দায়ের করা মিথ্যা মামলায় জামায়াতের ৫৪ জন নেতাকর্মীকে বেকসুর খালাস দিয়েছে আদালত।
আজ রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক নুর নবীর আদালতে আসামি পক্ষের আইনজীবি মামলার যৌক্তিতা তুলে ধরে তাদের বেখসুর খালাসের আবেদন করলে মামলার ৫৪ জন আসামিকে বেকসুর খালাস দেন বিজ্ঞ বিচারক।

মামলার বিবরণে জানা গেছে ২০১৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে নাশকতার অভিযোগ এনে ১৯৭০ সালের স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট এর ১৫, ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানবলি আইনের ৪/৫ ধারায় জামায়াতের ৫৪ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন পুলিশ।

মামলায় আসামি করা হয়েছিল জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মী সেলিম রেজা, নুরুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির রবিউল ইসলাম, জামায়াত কর্মী রিয়াজুল ইসলাম, মোফাজ্জেল হোসেন, আহাদ আলী, আজগর আলী, নুরুল ইসলাম, আলহাজ্ব হোসেন আলী, হিমু, বিমল হোসেন, মতিয়ার রহমান, হালিম, হাবিবুর রহমান, হাফিজুল, সাবদার আলী, শাহজাহান, হুমায়ূন কবীর, মোহাম্মদ আল-আমিন, মোহাম্মদ রাজন, সোহেল রানা, ইসমাইল হোসেন জমিদার, মোল্লা মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, তোজাম্মেল হক, খান

জাহান আলী, শেখ সাঈদ আহমেদ, আবুল হাসান, জাফর আলী আইনুদ্দিন, মোঃ নজরুল ইসলাম, ইমরান হোসেন, মনিরুজ্জামান, আব্দুস সালাম, শামসুল আলম, মহসিন আলী, আব্দুস সামাদ, আমিরুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, শাজাহান খান, আবু ইউসুফ মিরন, সামাদুল ইসলাম, আব্দুল জাব্বার মাস্টার, সাইফুল ইসলাম, কামাল শেখ, মোহাম্মদ

আসাদুল্লাহ, শাহাবুদ্দিন, আলামিন ওরফে বকুল, ইসরাইল, আব্দুল মতিন, ফারুক ওরফে আব্দুল বারী, সোহেল রানা ডলারকে আসামি করা হয়। দীর্ঘদিন পর রবিবার মামলার সকল আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দীন খান বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার সরকারের আমলে জামায়াত ইসলামীর প্রায় ১ হাজার নেতাকর্মীদের নামে ৮৬টি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছিল। মামলায় শত শত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ ও রিমান্ডের নামে নির্যাতন করা হয়েছে। শুধু পুরুষকে নয় মামলায় আসামি করা হয়েছিল আমাদের সংগঠনের বোনদের। এসব মামলার মধ্যে ইতোমধ্যে ২৪ টি মামলায় জামায়াতের নেতাকর্মী বেকসুর খালাস পেয়েছেন।

এই মামলাটি ৮৬ টি মামলার মধ্যে ২৪ তম রায়। বাকী মিথ্যা মামলাগুলোও বিজ্ঞ আদালত বেকসুর খালাস পাবো বলে আশা করছি।

চুয়াডাঙ্গায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ উঠেছে চুয়াডাঙ্গা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ার উজ্জল বড়ুয়ার বিরুদ্ধে।

ফলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী বরাবর লিখিত আবেদন করেন কক্সবাজার জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান। ২০১৭ সালে কক্সবাজার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়ে যোগদান করেন উজ্জ্বল বড়ুয়া। এ সময় তিনি বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

প্রধান প্রকৌশলী বরাবর লিখিত আবেদনে উল্লেখ করা হয়, চুয়াডাঙ্গা

বিপুল অর্থ বিত্ত গড়েছেন উজ্জল।

বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক হওয়ার পর উজ্জল বড়ুয়া তার বোন ও আত্মীয় স্বজনদেরকে মারধর করেন। মারধরের ঘটনায় উজ্জলের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে অভিযোগে।

উজ্জল বড়ুয়ার এসব অপকর্মের কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সাধারণ জনগণ। তদন্ত করে তার এসব দুর্নীতির বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান তারা।

এ বিষয়ে উজ্জল বড়ুয়ার মোবাইলে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। ফলে তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুরে চুরির অপবাদে শিশু নির্যাতনের অভিযোগ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে

মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামনগর গ্রামে চুরির অপবাদ দিয়ে দুই শিশুকে নির্যাতনে অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতা সাহাবদ্দিনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় সদর থানায় অভিযোগ করেছে ভুক্তভোগীরা। নির্যাতনের শিকার দুই শিশু হলো আরিফুল ও হৃদয়।

লিখিত অভিযেগে আমেনা খাতুন জানান, সাহাবদ্দিন আমাদের সাথে ঝামেলা সৃষ্টি করে ও নানা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে হেনস্ত করার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০ ডিসেম্বর বিকালে বিবাদী আমার বোনের ছেলে মোঃ আরিফুল (১৪), ও আমার নাতি মোঃ রিদয় (১৩) কে সন্দেহ বসত ধরে তাদের উপর চুরির মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং বাঁশের মোটা লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করে জখম কেও এবং বিবাদী আমার বোনের ছেলে ও আমার নাতিকে জোরপূর্বক চুরির অপবাদটি স্বীকার করে নিতে বলে।

সাহবদ্দিন এভাবে দীর্ঘ ৪ ঘন্টা আমার বোনের ছেলে ও আমার নাতিকে শারীরিক নির্যাতন করিতে থাকে। পরবর্তিতে বিবাদী আমার বোনের ছেলে

ও আমার নাতিকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে বলে যে, এ নির্যাতনের বিষয়ে যেন কাওকে না জানানো হয়। জানালে তাদেরসহ পরিবারের লোকজনদের মেরে ফেলবে বলে হুমকি দিয়ে আমার বোনের ছেলে ও আমার নাতিকে ছেড়ে দেয়।

পরে আমরা জানতে পেরে তাদের দুজনকে মেহেরপুর জেনারেল হাসাপাতালে ভর্তি করি।

কালীগঞ্জে কাজীর সীল স্বাক্ষর জালিয়াতি করে বিয়ে দেওয়ার অভিযোগ !

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সরকারি নিকাহ রেজিস্ট্রারের (কাজী) সীল ও স্বাক্ষর জালিয়াতি করে একাধিক বিয়ে পড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় কালীগঞ্জ উপজেলার অনুমানপুর দাখিল মাদ্রাসার সহকারী সুপার আব্দুল লতিফ ও মালিয়াট ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার মোঃ সোলাইমান হোসেনের নামে আদালতে মামলা করেছেন প্রতারণার শিকার এক ভুক্তভোগী। মামলা নম্বর- কালীগঞ্জ সিআর-৮২৯/২৪।

অভিযোগ উঠেছে, কালীগঞ্জের মালিয়াট ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার মোঃ সোলাইমান হোসেনের সীল ও স্বাক্ষর জালিয়াতি করে এলাকায় একাধিক বিয়ে পড়িয়েছেন অভিযুক্ত আব্দুল লতিফ। সীল ও স্বাক্ষর জালিয়াতি ছাড়াও ভুয়া নিকাহনামা সরবরাহ ও নিকাহনামায় উল্লেখ করা দেনমোহরের পরিমাণ টেম্পারিংয়ের অভিযোগ উঠেছে আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে।

মামলার এজাহার সুত্রে জানা গেছে, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার জিয়ালা গ্রামের মোফাজ্জেল হোসেনের ছেলে মিজানুরের সাথে ২০১৫ সালে কালীগঞ্জের মালিয়াট ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামের আফিয়া বেগমের বিয়ে হয়। বিয়ের পরে দাম্পত্য কলহের কারণে ২০১৭ সালে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর ২০১৮ সালে মিজানুর ও আফিয়া পারিবারিক ভাবে সমঝোতা ও সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে আবারও দাম্পত্য জীবন শুরু

করেন। বিয়ে পড়ান কালীগঞ্জের অনুপমপুর দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক আব্দুল লতিফ। ওই সময় নিকাহ রেজিস্ট্রার সোলাইমান হোসেন আব্দুল লতিফকে নিকাহ রেজিস্ট্রি করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নেন। পরে আব্দুল লতিফ বিয়ে রেজিস্ট্রি’র কাজ সম্পন্ন করেন।

এজাহারে আরও বলা হয়েছে, বিয়ের পর মিজানুর রহমান তার স্ত্রী আফিয়াকে ১০ লাখ টাকার যৌতুক দাবি করে চাপ দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে আফিয়া খাতুন দুই সন্তান নিয়ে পিতার বাড়িতে চলে আসেন এবং আদালতে মিজানুরের বিরুদ্ধে যৌতুক নিরোধ আইনে মামলা করেন। মামলা দায়েরের পরে আফিয়া খাতুন নিকাহ রেজিস্ট্রার (কাজী) সোলাইমান হোসেনের সঙ্গে নিকাহনামার নকল কপি নেয়ার জন্য যোগাযোগ করেন। পরে আফিয়া খাতুন কাজী সোলাইমানের বাসায় নিকাহনামার নকল আনতে গিয়ে সেখানে আব্দুল লতিফকেও পেয়ে যান।

ওই সময় আফিয়া খাতুন তার নিকাহনামার কপি চাইলে কাজী সোলাইমান হোসেন ও আব্দুল লতিফ তাকে জানান, আফিয়া-মিজানুর দম্পতির কোনো বিয়ে তারা রেজিস্ট্রি করেননি। এমনকি ওই বিয়ে তারা যে পড়িয়েছেন, সেটিও তারা অস্বীকার করেন। এ ঘটনায় নানা ভাবে সমাধানের চেষ্টা করলেও মালিয়াট ইউনিয়নের কাজী ওই গৃহবধূর বিয়ে পড়াননি মর্মে প্রত্যায়ন পত্র দেন। পরে আব্দুল লতিফের কাছে নিজের বিয়ের কাবিননামা চান ভুক্তভোগী গৃহবধূ। এসময় আব্দুল লতিফ তা না দিয়ে উল্টো ওই নারীকে হুমকি ধামকি দেন।

এ ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলে মালিয়াট ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার সোলায়মান হোসেন বর মিজানুর রহমানের কাছে লিখিত প্রত্যয়নপত্র মারফত জানান, ‘মিজানুর-আফিয়া’ দম্পতির বিয়ে তিনি পড়াননি। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, ভুক্তভোগী নারীকে আব্দুল লতিফ যে নিকাহনামা সরবরাহ করেছিলেন, তার স্বাক্ষর ও সীল অস্বীকার করছেন নিকাহ রেজিস্ট্রার মো. সোলায়মান হোসেন।

এ নিয়ে শিক্ষক আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে সীল ও স্বাক্ষর জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগ করেছেন ওই নারী। একই অভিযোগে মামলার আসামি হয়েছেন কাজী মো. সোলাইমান হোসেনও। সিনিয়র জুডিশ্যল ম্যাজিস্ট্রেট কালীগঞ্জ আমলী আদালতে মামলাটি চলমান রয়েছে।

বিয়ের সাক্ষী সদর উপজেলার মধুহাটী ইউনিয়নের জিয়ালা গ্রামের লুৎফর রহমান ও চান্দুয়ালি গ্রামের নজরুল ইসলাম জানান, তারা বিয়ের সময়

উপিস্থত ছিলেন। ছেলে মেয়ের বিয়ে পড়ান আব্দুল লতিফ। দ্বিতীয় বিয়ের দেনমোহর ২২ লাখ ৫০ হাজার টাকা ছিল বলেও সাক্ষিরা দাবী করেন। মামলার পর আদালতের আদেশে ঘটনাটির তদন্ত করছেন ঝিনাইদহ পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিআইবি)।

পিবিআই’র ওসি নাসির উদ্দিন জানান, মিজানুর-আফিয়া দম্পতি একাধিকবার নিজেরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তাদের একটি সন্তান অন্ধ। যে কারণে শেষবার তাদের বিয়েতে নাকি দেনমোহর ২২ লাখ ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু নিকাহ রেজিস্ট্রার যে নিকাহনামা দিয়েছেন, তাতে নাকি আড়াই লাখ টাকা উল্লেখ করা আছে। এটা নিয়েই ক্ষুব্ধ হয়ে মামলা দিয়েছেন আফিয়া খাতুন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে অভিযোগ অস্বীকার করে কাজীর সহকারি আব্দুল লতিফ বলেন, মিজানুর-আফিয়ার বিয়ে আমি পড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু কাজী সাহেব ব্যস্ত থাকায় আমাকে নিকাহনামা লেখার দায়িত্ব দিয়ে ওইদিন চলে যান। আমি নিকাহনামা লিখে ছিলাম। বিয়ের কাবিননামায় দেনমোহর ছিল ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু পরে কাজী সাহেব একটি পক্ষের সাথে যোগসাজশ করে ২২ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেনমোহর দেখিয়েছে। কাজী সাহেব আমাকে ফাঁসিয়েছেন।

নিকাহ রেজিষ্ট্রার কাজী মোঃ সোলাইমান হোসেন বলেন, মিজানুর-আফিয়ার বিয়ে আমি পড়ায়নি। কোনো বিয়ে রেজিস্ট্রিও করিনি। আমার সীল-স্বাক্ষর জাল করে মাদ্রাসা শিক্ষক আব্দুল লতিফ এই অপকর্ম করেছেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

তেরাইল-জোড়পুকুরিয়া কলেজে শিক্ষক নিয়োগের কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইলে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় তেরাইল-জোড়পুকুরিয়া কলেজ (বর্তমান বঙ্গবন্ধু কলেজ) নামের একটি

নেওয়া নিয়ে কলেজটিতে চলছে নানা গুঞ্জন।

কলেজের শিক্ষকদের নিয়োগ বাণিজ্যের একটি তালিকা ইতোমধ্যে বর্তমান কমিটি ও গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে পৌছে দেওয়া হয়েছে। তালিকায় দেখা গেছে, মাসুম উল হক সহ কলেজের সাবেক দুই সভাপতি ও প্রয়াত অধ্যক্ষ ৮১ লাখ ৩০ হাজার টাকার লেনদেন করেছেন। এর পুরো টাকা তারা তছরুপ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এতে দেখা গেছে, সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলামের কাছে ভুগোল বিভাগের প্রভাষক সাইফুল ইসলাম ২ লাখ টাকা, পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাষক রবিউল ইসলাম ৩ লাখ টাকা, সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি সাহিদুজ্জামানের কাছে বাংলার প্রভাষক অপর্ণা হক সাড়ে ৬ লাখ টাকা, পরিসংখ্যানের প্রভাষক সুজা উদ্দৌলা ১৫ লাখ টাকা, ল্যাব সহকারী শিমুল হোসেন ২ লাখ টাকা, সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হকের কাছে ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক শুকচাঁদ আলী ৪ লাখ টাকা, ইংরেজির প্রভাষক মোকছেদুর রহমান ১২ লাখ টাকা, প্রধান লাইব্রেরিয়ান হোসনেয়ারা খাতুন ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা, কম্পিউটার অপারেটর পিংকি আখতার ১০ লাখ, ল্যাব সহকারী জান্নাতুল নাইম ১০ লাখ টাকা, আবু সাইদ ৮ লাখ টাকা, পরিচ্ছন্নতাকর্মী শ্রী পারু ৮০ হাজার টাকা, প্রয়াত অধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফাকে সাচিবিক বিদ্যার প্রভাষক মিজানুর রহমান ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা, হিসাববিজ্ঞানের প্রভাষক নাজমুল হুদা ২ লাখ টাকা দিয়ে নিয়োগ নিয়েছেন।

শিক্ষকরা অভিযোগ করে বলেন, সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হক ২০২১ সালে থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রাপ্ত ৬লাখ ৯৬ হাজার টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছেন। এই অর্থ শিক্ষকদের প্রাপ্য হলেও কোন শিক্ষককে এ অর্থ দেওয়া হয়নি। এছাড়া মেহেরপুর রুপালী ব্যাংক শাখায় কলেজের নামে একটি এফডিআর ছিলো ২ লাখ টাকার। যেটি সুদে আসলে ৫লাখ ৩৭ হাজার টাকা হয়েছিলো। গত জুন মাসে সেই টাকা উত্তোলন করে সাবেক সভাপতি শদিুল ইসলাম ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হক সুদের ৩ লাখ ৩৭ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন। বাকি দুই লাখ টাকা দিয়ে পুনরায় কলেজের নামে এফডিআর করেছেন। শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসহ দুটি কম্পিউটার ল্যাবে ৬৪টি ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ কম্পিউটার বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু বরাদ্দ পাওয়ার সময় অনেকগুলো ল্যাপটপ সরিয়ে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনারুল ইসলাম বলেন, সাবেক অধ্যক্ষ